ই-গর্ভনেন্স এর প্রাথমিক ধারণা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

উপস্থাপনায়ঃ
শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
তোপখানা, সিলেট
মোবাইলঃ ০১৭৭৭-৪০০-৯৫৯
ই-মেইলঃ ashaheen11921@gmail.com
uddsylhet@yahoo.com

Content: Collected & Edited

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ই-গভর্ন্যান্স

ড. চিত্রলেখা নাজনীন

উপসচিব

উপপরিচালক

স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ।

জনপ্রিয় সেবা
নতুন সেবা
মোবাইল সেবা
দপ্তর ভিত্তিক সেবা
সকল ই-সেবা
অর্থ ও বাণিজ্য
অনলাইন আবেদন
শিক্ষা-বিষয়ক
অনলাইন নিবন্ধন
পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন
নিয়োগ সংক্রান্ত
পরীক্ষার ফলাফল
কৃষি
ইউটিলিটি বিল
টিকিট বুকিং ও ক্রয়
তথ্য ভাণ্ডার
ভর্তির আবেদন
1
2

ই-গর্ভনেন্সঃ

বর্তমান বহুল ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হচ্ছে ই-গর্ভনেন্স । বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত - অনুন্নতসহ বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই ই-গর্ভনেন্স এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলে একটি মুহূর্তে পৃথিবীর যেকোনে প্রান্তে যোগাযোগ ও তথ্য প্রেরণ করা যায়। ই-গর্ভনেন্স এর মুল লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যবহার করা। কিন্তু, মনে রাখার দরকার যে, প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার না করলে এটি সমাজের কল্যাণের চেয়ে অমঙ্গলই ডেকে আনে। এর অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য সব দেশের সরকারই বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করে থাকে।

ই-গর্ভনেন্স ও সুশাসনঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আধুনিকতম একটি উদ্যোগ হল ই-গর্ভনেন্স। ই-গর্ভনেন্স হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে সরকারি সেবা সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থায় একজন নাগরিক স্বল্প ব্যয়ে, ঝামেলাবিহীনভাবে সপ্তাহে সাত দিন; দিনে চব্বিশ ঘন্টা সরকারি সেবা পেতে পারে। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় স্বচছতা, জবাবদিহিতা আসে, দুর্নীতি হ্রাস পায়। এভাবে মূলত সুশাসনই নিশ্চিত হয়। তবে পুরাপুরি ই-গর্ভনেন্স চালু করার জন্য বিপুল অর্থ, দক্ষ জনশক্তি, সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ এবং দ্রতগতির ইন্টারনেট সেবা অপরিহার্য। বাংলাদেশের মত রাষ্টে এসব ক্ষেত্রে এখন অবধি অনেক সীমাবন্ধতা রয়েছে। অবশ্য এসব সীমাবন্ধতা সত্ত্বেও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগানের আলোকে ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলেছে।

ই-গর্ভনেন্সের উদ্দেশ্যেঃ

১। জনস্বার্থে সরকারের প্রত্যেকটি তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া ই-গর্ভনেন্সের মৌলিক উদ্দেশ্যে।

২। সরকার ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতাময় কাঠামো তৈরি করা ই-গর্ভনেন্সের লক্ষ্য।

৩। শাসন প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্ধুদ্ধ ও উৎসাহ সৃষ্টি করাও ই-গর্ভনেন্সের উদ্দেশ্যে।

৪। ই-গর্ভনেন্স দেশের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর উন্নতি সাধন করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার জনগণ এবং ব্যবসা খাতকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা।

৫। জনগণের কাছে সরকারি সকল তথ্য উপাত্ত সহজলভ্য করার মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতাকে প্রদান করার একটি উদ্দেশ্য ই-গর্ভনেন্স বহন করে।

৬। সরকার তার গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের কাজে জবাবদিহি করায় দায়বদ্ধ। স্বচ্ছতার নিশ্চিয়তা ও জনগণকে অধিক জ্ঞাত করার মাধ্যমে সরকারকে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি জবাবদিহিতামুল পরিণত করা ই-গর্ভনেন্স এর উদ্দেশ্য।

৭। তথ্য ও সেবা প্রদানের খরচ কমিয়ে শাসন পরিচালনায় হ্রাস করা ই-গর্ভনেন্স এর উদ্দেশ্য।

ই-গর্ভনেন্সের গুরুত্ব:

১। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য ই-গর্ভনেন্স অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা যেমন জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন। সরকার পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসকরণসহ দুর্নীতি অনেকংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ই-গর্ভনেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে।

২। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, কর সংগ্রহ, লাইসেন্স প্রদানসহ নানা সুবিধা নাগরিকদের সরবরাহ করে চলেছে। স্বল্পোন্নত একটি দেশে হিসাবে বাংলাদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে শাসনকায পরিচালনার জন্য ই-গভর্নেন্সের কোন বিকল্প নেই। এল ফলে সরকারের কাজকর্মে স্বচ্চতা ও দক্ষতা দুই -ই বৃদ্ধি পায়।

৪। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত অনেক দেশের সরকার খরচ করে বেশি, কাজ করে কম এবং তারা জবাবদিহিতামূলক নয়। ই-গভর্নেন্স এসব সীমাবদ্ধতাকে দূর করতে সহায়তা করে।

৫। নাগরিক ও সুশীল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারি কাজে দূর্নীতির প্রকোপ কমে যায়।

৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য ই-গভর্নেন্স সময়ের দাবি। কেননা ই-গভর্নেন্স উন্নয়নের অধিকাংশ শর্তকে সমর্থন করে।

ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা দুর করার উপায়:

১। ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কাঠামো সৃষ্টি করা দরকার। এই কাঠামোটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জনগণকেন্দ্রিক ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা করবে।

২। বাংলাদেশের মত দেশে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিধান যুক্ত করে, ২০০৯ এর ICT Act । ২০০৯ সালের ICT Act এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই Act এর বাস্তবায়নের ভিত্তিতে জনগণের তথ্য অধিকার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে।

৩। ই-গর্ভনেন্স সম্পের্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪। ই-গর্ভনেন্স এর সুবিধা দেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে, এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে।

৫। ই-গর্ভনেন্স এর সুফল পেতে হলে নাগরিকদের তথ্যের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।

৬। ই-গর্ভনেন্স এর জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এটি দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

৭। ই-গর্ভনেন্স এর সফলতার জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি করা।

৮। ই-গভর্নেন্সর এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, এই প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য।

৯। ই-গর্ভনেন্স এর প্রচলনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি আমদানি, ক্ষেত্রে বিশেষে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার জন্য বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।

১০। বাংলাদেশের মতো দেশে কেবল ই-গর্ভনেন্স এর প্লাটফর্ম ও সুবিধা তৈরি করলেই হবে না, বরং তা ব্যবহারের মতো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টি করতে হবে।

ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠায় সরকারের নানামুখী উদ্যোগ:

ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে এ রকম নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার।

টিয়ার ফোর ডাটা সেন্টার : বর্তমানে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সংলগ্ন স্থানে সাড়ে ৭ একর ভূমি উন্নয়নের কাজ শেষে ভবন নির্মাণে পাইলিংয়ের কাজ চলছে। বর্তমানে এ ডাটা সেন্টারটির ৩৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও ডাটা সুরক্ষিত থাকবে এই ডাটা সেন্টারে।

ডিসি ও ডিআরএস : ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে কনটেইনার ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার বাইরে যশোরে একটি ডিজাস্টার রিকভারি সাইট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্প পিডাব্লিউসির মাধ্যমে সাম্ভব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে।

জাতীয় পরিচয় পত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর : নির্বাচন কমিশনের জাতীয়পত্রকে স্মার্টকার্ড হিসেবে রুপান্তর করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) এসব স্মার্টকার্ডে ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ : ইন্টারনেটে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে ডট বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প যা ইতোমধ্যেই একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলা ভাষা সহজীকরণের জন্য একটি টুলস তৈরি করা হবে। বাংলা ভাষার জন্য এরকম ১৬টি টুলস এর উন্নয়ন করা হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। বাংলা কপার্স, ফ্রন্ট, সিএলডিআর, আইপিএ ফন্ট ইত্যাদি প্রমিতকরণে বিশ্বমানের বাংলা কম্পিউটিং চালু হবে।

সরকারি সার্টিফাইং অথরিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : সরকারি সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) কর্তৃক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইস্যু করার লক্ষ্যে সার্টিকিকেশন প্রাকটিস সিস্টেম, চূড়ান্ত নকশা ডাটা সেন্টার, ডিআরএস তৈরি করা হয়েছে।

ই-গর্ভমেন্ট মাস্টার প্ল্যান : ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এজন্য তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশ কোরিয়ার সহযোগিতায় ফরমেশন অব দ্য ই-গভর্মেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প : মামলা জটের নিরসন ও জনদুর্ভোগ কমাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বিচার বিভাগ যৌথভাবে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনে সহায়তা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৮ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মামলা জটের নিরসন হবে ও জনগণের দুর্ভোগ কমবে।

ন্যাশনাল হেল্প ডেস্ক : জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের জন্য মোবাইল ভিত্তিক (৯৯৯) হেল্পডেস্ক কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের যেকোন নাগরিক বিনামূল্যে এ কল সেন্টারে ফোন করে হাসপাতাল, পুলিশ, ফায়ার স্টেশন নম্বর, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যসহ জীবন ও জীবিকার তথ্য জানতে পারবেন।

- **<u>ম্যাসেঞ্জার অ্যাপ ‘আলাপন’ :</u>** সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ও ফাইল আদান প্রদানের জন্য চালু হয়েছে ম্যাসেঞ্জার অ্যাপ ‘আলাপন’। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ প্রায় ১৪ লাখ সরকারি কর্মকর্তাদের কাজে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে চ্যাটিং, অনলাইন কল, ভিডিও কল গ্রুপ ম্যাসেজিং ফাইল আদান প্রদান সহজ করার জন্য এ অ্যাপটি তৈরি করে।

  <u>বাংলাদেশ ই-গভর্মেন্ট ইআরপি :</u> সরকারি কার্যক্রমে সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ই-গভর্মেন্ট সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ই গভর্মেন্ট ইআরপি নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রথমে আইসিটি ও প্ল্যানিক ডিভিশনসহ এর সকল অঙ্গ সংস্থাগুলোকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব সরকারি অফিসে বাস্তবায়ন করা হবে। ফলে ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নে দেশি আইসিটি শিল্পের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরুত্ব হ্রাসঃ

১। আমলাতন্ত্র হ্রাস:

২। ই-সেবা:

৩। আন্তর্জাতিক সেবা:

৪। মতামত প্রদানের সুযোগ:

৫। অর্থনৈতিক সচলতা:

৬। বৈষম্য হ্রাস:

(নতুন সংযোজিত স্লাইড)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসে অনুশীলনকারী ই-**গর্ভনেন্স ক্ষেত্রসমূহ:**

১। তথ্য বাতায়নের ওয়েবসাইট

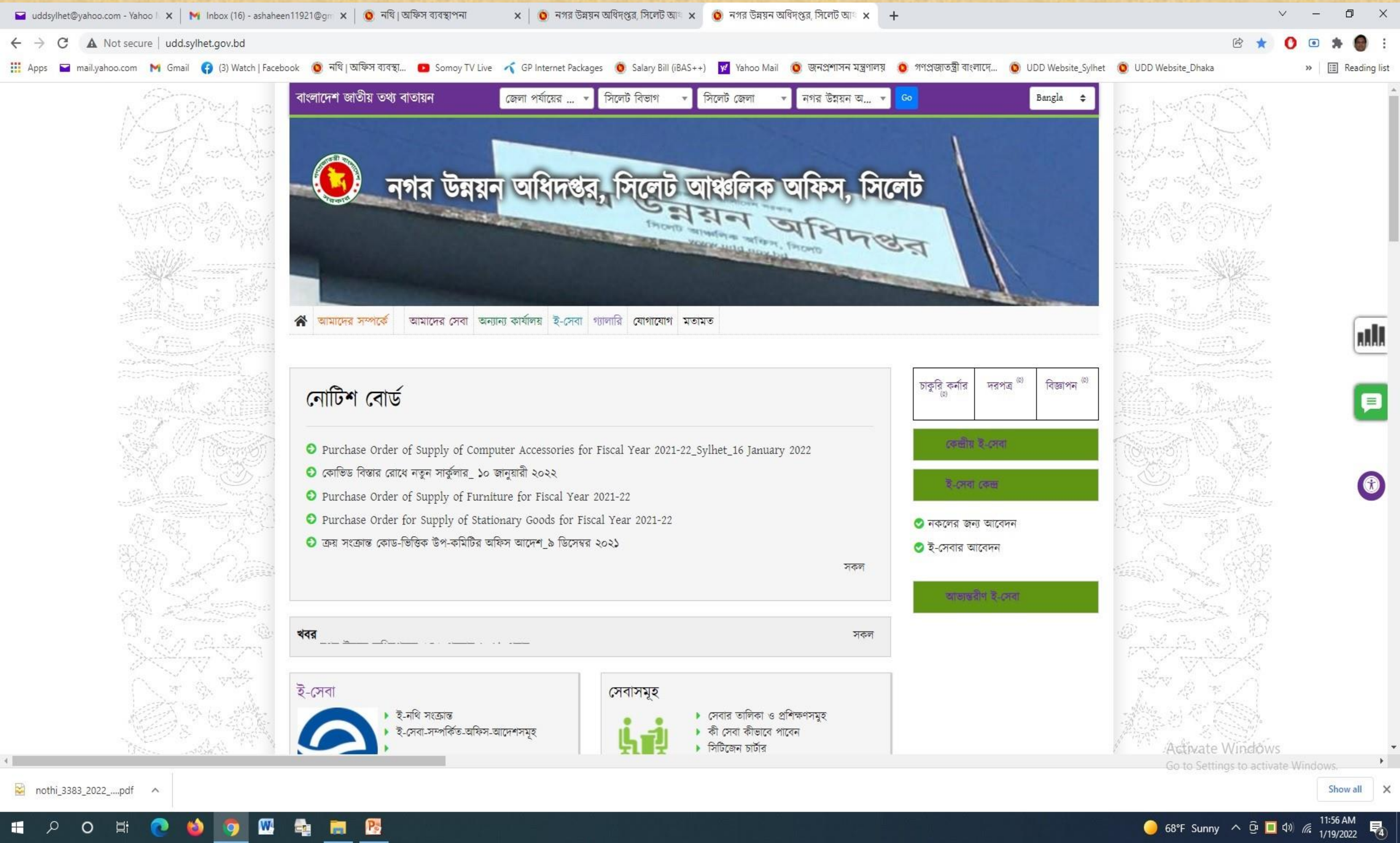

(নতুন সংযোজিত স্লাইড)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসে অনুশীলনকারী ই-**গর্ভনেন্স ক্ষেত্রসমূহ:**

২। ই-নথি

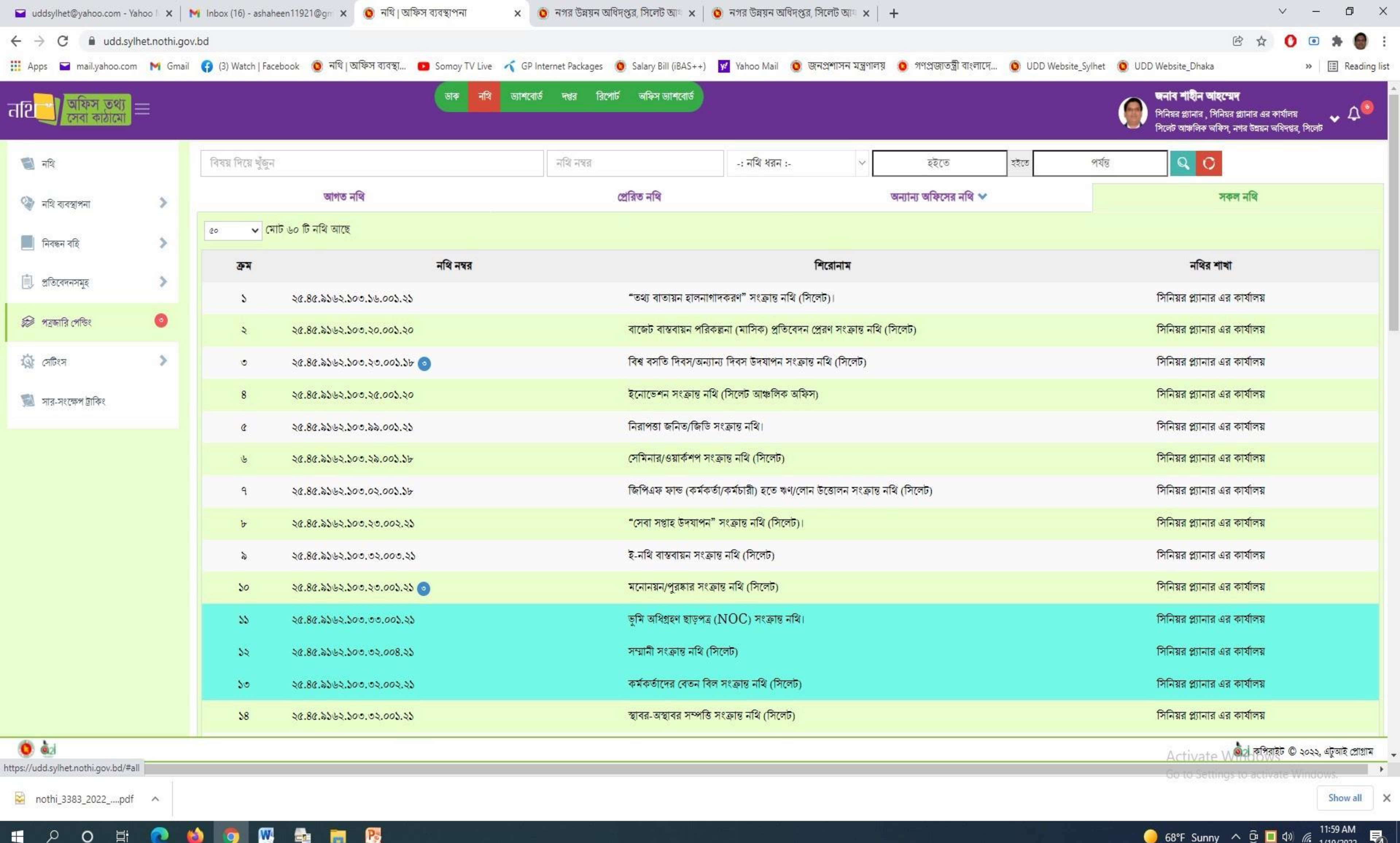

ক্রম	নথি নম্বর	শিরোনাম	নথির শাখা
১	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৬.০০১.২১	"তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ" সংক্রান্ত নথি (সিলেট)।	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
২	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২০.০০১.২০	বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (মাসিক) প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৩	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৩.০০১.১৮ ৩	বিশ্ব বসতি দিবস/অন্যান্য দিবস উদযাপন সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৪	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০	ইনোভেশন সংক্রান্ত নথি (সিলেট আঞ্চলিক অফিস)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৫	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.৯৯.০০১.২১	নিরাপত্তা জনিত/জিডি সংক্রান্ত নথি।	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৬	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৯.০০১.১৮	সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৭	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.০২.০০১.১৮	জিপিএফ ফান্ড (কর্মকর্তা/কর্মচারী) হতে ঋণ/লোন উত্তোলন সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৮	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৩.০০২.২১	"সেবা সপ্তাহ উদযাপন" সংক্রান্ত নথি (সিলেট)।	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
৯	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.৩২.০০৩.২১	ই-নথি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
১০	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৩.০০১.২১ ৩	মনোনয়ন/পুরস্কার সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
১১	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.৩৩.০০১.২১	ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র (NOC) সংক্রান্ত নথি।	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
১২	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.৩২.০০৪.২১	সম্মানী সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
১৩	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.৩২.০০২.২১	কর্মকর্তাদের বেতন বিল সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
১৪	২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.৩২.০০১.২১	স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি (সিলেট)	সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়

কপিরাইট © ২০২২, এটুআই প্রোগ্রাম

(নতুন সংযোজিত স্লাইড)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসে অনুশীলনকারী ই-**গর্ভনেন্স ক্ষেত্রসমুহ:**

৩। GRS/ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

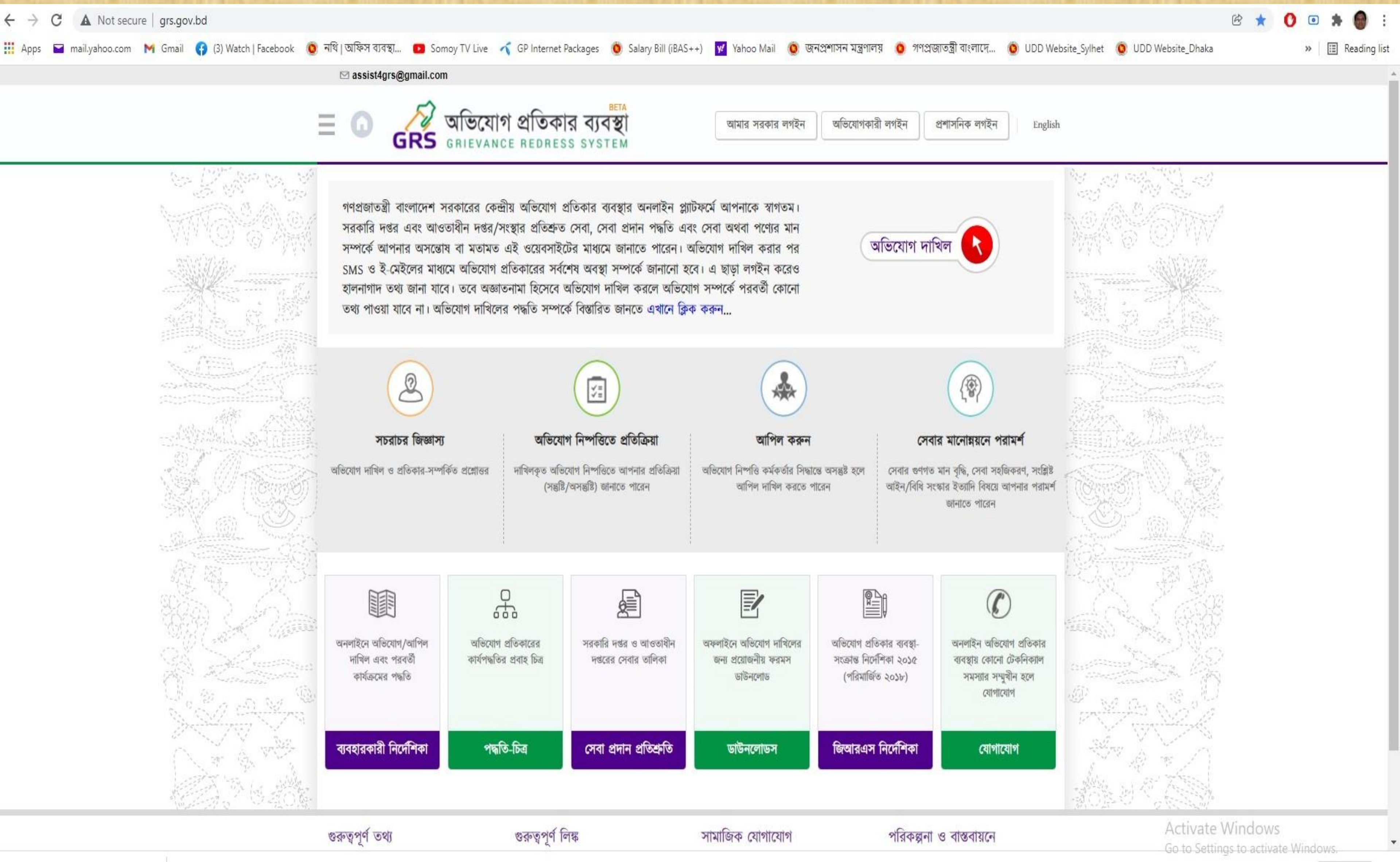

ধন্যবাদ